বর্ষ ৪ । সংখ্যা ৫ । ভাদ্র ১৪২৮ । আগস্ট ২০২১

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় এর মাসিক নিউজলেটার

সার্বিক নির্দেশনায় ও তত্ত্বাবধানে
অধ্যাপক ডা. মো. শারফুদ্দিন আহমেদ
মাননীয় উপাচার্য, বিএসএমএমইউ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাসিক মুখপত্র

শোকাবহ আগস্টের শুরুতে স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচী

শোকাবহ আগস্ট-২০২১ উপলক্ষে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আত্মত্যাগের স্মরণে স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। আজ ১লা আগস্ট ২০২১ইং তারিখে বেসরকারী টিভি চ্যানেল একুশে টেলিভিশনের কার্যালয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রান্সফিউশন মেডিসিন বিভাগের সহযোগিতায় আয়োজিত এই মহতী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন মাননীয় শিল্পমন্ত্রী জনাব নূরুল মজিদ হুমায়ুন এমপি। সম্মানিত অতিথি ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ। আরো উপস্থিত ছিলেন অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রান্সফিউশন মেডিসিন বিভাগে চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. মোঃ আসাদুল ইসলাম, হেপাটোলজি বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. মামুন আল মাহতাব স্বপ্নীল, বিশিষ্ট অভিনেতা ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব পিযুষ বন্দোপাধ্যায় প্রমুখ। এদিকে ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে বাংলাদেশ কৃষক লীগের উদ্যোগে ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সহায়তায় শোকাবহ আগস্ট-২০২১ উপলক্ষে স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচীর আয়োজন করা হয়।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. ছয়েফ উদ্দিন আহমদ দায়িত্বভার গ্রহণ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন দেশ বরেণ্য জেনারেল, ল্যাপারোস্কোপিক ও ক্যান্সার সার্জন অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্জারি অনুষদের ডীন ও জেনারেল সার্জারি বিভাগের সম্মানিত শিক্ষক অধ্যাপক ডা. ছয়েফ উদ্দিন আহমদ (Prof Dr. Saif Uddin Ahmed)। আজ সোমবার ২ আগস্ট ২০২১ইং তারিখে তিনি উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) এর দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর ও বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মোঃ আব্দুল হামিদ তাঁকে এই নিয়োগ দেন। প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর হিসেবে তাঁর নিযুক্তির মেয়াদ হবে ০৩ (তিন) বছর । দায়িত্বভার গ্রহণের পর নবনিযুক্ত উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ডা. ছয়েফ উদ্দিন আহমদ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের বি ব্লকে স্থাপিত বঙ্গবন্ধুর ম্যুরালে ও ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেছেন।

অধ্যাপক ডা. ছয়েফ উদ্দিন আহমদ ১৯৬২ সালের ১লা জানুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর গ্রামের বাড়ি মৌলবীবাজার জেলায়। তাঁর পিতার নাম মরহুম ছমির উদ্দীন আহমদ। মাতার নাম সায়রা আহমেদ। সহধর্মিনী হলেন হাবিবা আক্তার। বরেণ্য এই চিকিৎসক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন সিন্ডিকেট সদস্য হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন।

স্বনামধন্য চিকিৎসক অধ্যাপক ডা. ছয়েফ উদ্দিন আহমদ ১৯৮৫ সালে সিলেট মেডিক্যাল কলেজ থেকে এমবিবিএস পাশ করেন। ২০০০ সালে তিনি বিসিপিএস থেকে এফসিপিএস (সার্জারি) ডিগ্রী অর্জন করেন। পরবর্তীতে তিনি যুক্তরাজ্যের রয়েল কলেজ অফ গ্লাসগো থেকে এফআরসিএস এবং যুক্তরাষ্ট্র থেকে এফএসিএস ডিগ্রী অর্জন করেন। তাঁর ৯টি গবেষণাপত্র ও ৪১টি নিবন্ধ দেশি বিদেশী জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে। তিনি ১৯৮৬ সালে সহকারী সার্জন হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা রয়েছে ২০ বছর। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ৭১টি সেমিনারে অংশগ্রহণ করেছেন। তিনি ১৯৮৪-৮৫ সালে বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সিলেট মেডিক্যাল কলেজ এর সভাপতি এবং সিলেট ইউথ জেসিস এর সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদ (স্বাচিপ) এর প্রতিষ্ঠাতা ক্রীড়া সম্পাদক। বিএমএ কেন্দ্রীয় কমিটির নির্বাচিত কার্যকরী সদস্য ছিলেন এবং তিনি ২০০৩ সালে স্বাচিপ এর নির্বাচন কমিশনার ছিলেন এবং বিএমএ জার্নালের প্রাক্তন সম্পাদক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি সোসাইটি অফ ল্যাপারোসকপিক সার্জারি বাংলাদেশ এর বর্তমান কোষাধ্যক্ষ এবং এ্যাসোসিয়েশন অব ব্রেস্ট সার্জনস অব বাংলাদেশ (এবিএসবি) এর বর্তমান সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে কোভিড-১৯ এর জেনোম সিকোয়েন্সিং গবেষণার ফলাফল প্রকাশ

বাংলাদেশে কোভিড-১৯ এর আক্রান্তদের ৯৮ শতাংশই বর্তমানে ডেলটা ভ্যারিয়েন্টে আক্রান্ত। আজ ৫ আগস্ট ২০২১ তারিখে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএসএমএমইউ)-এর জেনোম সিকোয়েন্সিং রিসার্চ প্রজেক্ট-এর প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও গবেষণার ফলাফল প্রকাশ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ এই তথ্য জানান। তিনি জানান, কোভিড-১৯ এর জেনোম সিকোয়েন্সিং বিশ্লেষণ গবেষণায় প্রকাশিত তথ্য থেকে দেখা যায়, বাংলাদেশে জানুয়ারি ২০২১ এ ইউকে বা আলফা ভ্যারিয়েন্ট দ্বারা সংক্রমণের হার বেশি ছিল। পরবর্তীতে মার্চ ২০২১ এর রিপোর্ট অনুযায়ী সাউথ আফ্রিকান বা বেটা ভ্যারিয়েন্ট দ্বারা সংক্রমণের হার বেশি ছিল। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের গত একমাসের ৩০০ স্যাম্পল এর জেনোম সিকোয়েন্সিং এ দেখা যায়, মোট সংক্রমণের প্রায় ৯৮ শতাংশ হচ্ছে ইন্ডিয়ান বা ডেল্টা ভ্যারিয়েন্ট। ১ শতাংশ হচ্ছে সাউথ আফ্রিকান বা বেটা ভ্যারিয়েন্ট দ্বারা সংক্রমণ, যদিও এই বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণায় প্রথম ১৫ দিনে এই সংখ্যা ছিল ৩ শতাংশ। একজন রোগীর ক্ষেত্রে মরিসাস ভ্যারিয়েন্ট অথবা নাইজেরিয়ান ভ্যারিয়েন্ট পাওয়া গেছে।

মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রত্যাশা অনুযায়ী জাতির পিতার নামে প্রতিষ্ঠিত এই বিশ্ববিদ্যালয়কে গবেষণায় এগিয়ে নিতে গবেষণা কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে।

বাকি অংশ পৃষ্ঠা-৪, কলাম-২

"মনে রাখবা, রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দিব। এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।
জয় বাংলা"

- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

"মাটি আর মানুষের সাথে রাজনীতিকে এতাত্ম করতে হবে। সমাজের গভীর থেকে গভীরতর স্তরে পৌছুতে হবে। জনগণের বিশ্বস্ত বন্ধু হিসেবে সততা ও যোগ্যতার প্রমান দিতে হবে।

- প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে কোভিড-১৯ এর টিকা গ্রহীতাদের উপর পরিচালিত গবেষণার ফলাফল প্রকাশ

কোভিড-১৯ এর টিকা গ্রহীতাদের ৯৮ শতাংশের শরীরে এন্টিবডির উপস্থিতি পাওয়া গেছে। যারা পূর্বেই কোভিডে আক্রান্ত হয়েছিলেন, তাদের শরীরে তুলনামূলক বেশি এন্টিবডি পাওয়া গিয়েছে। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক উদ্ভাবিত ভারতের সেরাম ইন্সটিটিউটের তৈরি অ্যাস্ট্রাজেনেকার টিকা গ্রহণকারী ২০৯ জন টিকা গ্রহীতার মাঝে পরিচালিত গবেষণায় এই তথ্য পাওয়া যায়। আজ সোমবার ২ আগস্ট ২০২১ইং তারিখে শহীদ ডা. মিল্টন হলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য ও "Haematological Parameters and Antibody Titre After Vaccination Against SARS-CoV-2" শীর্ষক গবেষণার প্রধান গবেষক অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ এ তথ্য জানান। মাননীয় উপাচার্য বলেন, কোনো ধরণের আতঙ্ক নয়। অবশ্যই করোনা ভাইরাসের টিকা নিতে হবে। টিকা নিলে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুঝুঁকি একেবারেই কম। মাননীয় উপাচার্য তাঁর বক্তব্যে দেশের সকল মানুষের টিকাদান নিশ্চিত করতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঘোষণা অনুযায়ী দেশেই টিকা উৎপাদনের উপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে অবশ্যই টিকা নিতে হবে। তিনি আরো জানান, আজকের এই গবেষণা থেকে বাংলাদেশে জনগণের উপর টিকা প্রয়োগের পর কার্যকর এন্টিবডি তৈরির প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। তবে সময়ের সাথে এন্টিবডির উপস্থিতি এর পরিবর্তন এবং পাশাপাশি টিকাদান কর্মসূচীতে নতুন অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য টিকার এন্টিবডি তৈরির কার্যক্ষমতা পর্যালোচনার জন্য আরো গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে। প্রথম ডোজ নেওয়ার তিন চার মাস পরে দ্বিতীয় ডোজ নিলে কি পরিমাণ এন্টিবডি তৈরি হয় সেই বিষয়েও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে। কোভিড মোকাবিলায় টিকাদান কর্মসূচিকে সার্থক করার বিকল্প নেই। পাশাপাশি প্রয়োজনীয় সকল ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য বিধির যথাযথ অনুসরণ নিশ্চিত করা অপরিহার্য।

মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, কোভিড-১৯ অতিমারীতে সমস্ত বিশ্ব আজ বিপর্যস্ত। বাংলাদেশে করোনাভাইরাস অতিমারীর তৃতীয় ঢেউ চলমান। দেশে সরকারি হিসাবে এ পর্যন্ত মোট মৃত্যুবরণ করেছেন ২০ হাজার ৯১৬ জন এবং মোট শনাক্ত হয়েছেন ১২ লাখ ৬৪ হাজার ৩২৮ জন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুযোগ্য নেতৃত্বে কোভিড অতিমারী মোকাবেলায় দেশে করোনা ভাইরাসের ভ্যাক্সিনেশন কর্মসূচী চলমান আছে এবং বর্তমানে তা আরো বেগবান হচ্ছে। ভারতের সেরাম ইন্সটিটিউটের তৈরি অ্যাস্ট্রাজেনেকার টিকা দিয়ে টিকা কার্যক্রম শুরু হয়। বর্তমানে আরো কয়েক ধরণের টিকা এ কর্মসূচিতে ব্যবহৃত হচ্ছে। টিকাদান এর উদ্দেশ্য হল মানবদেহে করোনাভাইরাসের বিরুদ্ধে এন্টিবডি তৈরি করা যা ভবিষ্যতে কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি কমানো এবং আক্রান্ত হলে রোগের জটিলতা হ্রাস এবং মৃত্যু ঝুঁকি কমানো।

চলতি বছরের এপ্রিল থেকে জুলাই পর্যন্ত কোভিড-১৯ এর টিকা গ্রহণকারীদের উপর এই গবেষণা পরিচালিত হয়। গবেষণায় অংশগ্রহনকারীদের মধ্যে তিন-চতুর্থাংশ পুরুষ এবং অর্ধেকের বেশী স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের সাথে জড়িত। অংশ গ্রহণকারীদের মধ্যে ৩১ শতাংশের পূর্বে কোভিড সংক্রমিত হবার ইতিহাস আছে। অর্ধেকেরও বেশি অংশগ্রহণকারী পূর্ব থেকেই ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, হাঁপানীসহ অন্যান্য রোগে ভুগছিলেন। তবে এ ধরনের রোগের কারণে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই টিকা গ্রহণের পর এন্টিবডি তৈরিতে কোনো পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় নি। ৪২ শতাংশ অংশগ্রহণকারী টিকাগ্রহণের পরে পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হিসেবে সামান্য জ্বরসহ মৃদু উপসর্গের কথা জানিয়েছেন। রক্ত জমাট বাঁধা বা এরকম অন্য কোনো জটিল পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া গবেষণাকালীন সময়ে পরিলক্ষিত হয়নি। পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া এর সাথে এন্টিবডি এর উপস্থিতির কোনো সম্পর্ক পাওয়া যায়নি। টিকা গ্রহণকারীদের মাঝে ৯৮ শতাংশের শরীরে এন্টিবডি এর উপস্থিতি পাওয়া গেছে। যে ২ শতাংশের এন্টিবডি পাওয়া যায়নি তারা জটিল রোগে আক্রান্ত, অনেক বয়স্ক এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অনেক কম।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জ্যেষ্ঠপুত্র শহীদ শেখ কামালের ৭২তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ এর শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জ্যেষ্ঠপুত্র শেখ কামালের ৭২তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আজ বৃহস্পতিবার ৫ আগস্ট ২০২১ইং তারিখ সকালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের বি ব্লকে স্থাপিত বঙ্গবন্ধুর ম্যুরালে মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ এর নেতৃত্বে অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনের পক্ষ থেকে পুষ্পস্তবক

বাকি অংশ পৃষ্ঠা-৪, কলাম-২

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের
বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব কোভিড ফিল্ড হাসপাতালের শুভ উদ্বোধন

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব কোভিড ফিল্ড হাসপাতাল আজ ৭ জুলাই ২০২১ইং তারিখে প্রধান অতিথি হিসেবে শুভ উদ্বোধন করেছেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব জাহিদ মালেক, এমপি। বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব কনভেনশন হলে এ উপলক্ষে আয়োজিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের মাননীয় সিনিয়র সচিব জনাব লোকমান হোসেন মিয়া। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ। প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জনাব জাহিদ মালেক, এমপি বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সার্বিক সহযোগিতায় নানা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও প্রস্তুতি গ্রহণের ২০ দিনের মধ্যেই বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব কোভিড ফিল্ড হাসাপাতাল চালু করা হলো। শুরুতে প্রায় ৪ শত শয্যায় নিয়ে হাসপাতালটির যাত্রা শুরু হলেও পর্যায়ক্রমে এর শয্যা সংখ্যা ১০০০ শয্যায় উন্নীত করা হবে। তিনি বলেন, হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধির চাইতে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণের জন্য এর উৎস স্থান সমূহে নজরদারি বাড়াতে হবে। জনগণকে তাদের জীবন রক্ষার জন্য মাস্ক পরা সহ সকল ধরণের স্বাস্থ্যবিধি মানতে বাধ্য করতে হবে।

মাননীয় উপাচার্য জানান, ক্রমবর্দ্ধমান করোনা সংক্রমণ বৃদ্ধি পাওয়ায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনায় এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব কনভেনশন সেন্টারে কোভিড ফিল্ড হাসপাতাল অতি দ্রুততার সাথে প্রাথমিক পর্যায়ে ৩৫৭ শয্যার বিছানা দিয়ে চালু করা হয়েছে। এখানে ২য় ধাপে ৬০০ শয্যায় উন্নীত করা হবে এবং শেষ পর্যায়ে ৪০০ বিছানাসহ সর্বমোট ১০০০ শয্যার কোভিড ফিল্ড হাসাপতাল স্থাপন করা হবে। সমগ্র ফিল্ড হাসপাতাল কেন্দ্রীয় শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত, আধুনিক লিফট, এস্কেলেটর এবং উন্নত টয়লেট ব্যবস্থা, বিশুদ্ধ খাবার পানি, কেন্দ্রীয়ভাবে অক্সিজেন সরবরাহ করার নিমিত্তে ১টি ১০০০০ লিটার অক্সিজেন ভি.আই ট্যাংক স্থাপন করা হয়েছে। আধুনিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, রোগীদের নিবিড় পর্যবেক্ষণের জন্য কর্তব্যরত চিকিৎসক এবং নার্সদের ওয়ার্ড এবং আইসিইউ এর ভিতরে পর্যবেক্ষণ ডেস্ক রাখা হয়েছে। কোভিড ফিল্ড হাসপাতাল রোগীদের জন্য পথ্য, সুপেয় পানি, জরুরি ঔষধ এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। করোনা রোগীদের চিকিৎসার জন্য আইসিইউ ও সাধারণ শয্যার ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে ভর্তিকৃত রোগীর পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই হাসপাতাল আধুনিক ভর্তি কাউন্টার, অভ্যর্থনা কেন্দ্র, একটি ফার্মেসি, একটি মিনি ল্যাবরেটরি, রোগীদের জন্য ট্রায়াজ, অবজারভেশন ওয়ার্ড, সাধারণ ওয়ার্ড ও অত্যাধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত আই.সি.ইউ, পোর্টেবল এক্স-রে, ই.সি.জি, পালস অক্সিমিটার ইত্যাদির মাধ্যমে সুচিকিৎসা নিশ্চিত করা হবে। অত্র ফিল্ড হাসপতালের প্রয়োজনীয় জনবল ও মেডিক্যাল যন্ত্রপাতি সমূহের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

এদিকে আজ ৭ আগস্ট ২০২১ইং তারিখে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের এ ব্লক অডিটোরিয়ামে 'ডাবল ব্লো: ডেঙ্গু আউটব্রেক ইন কোভিড ক্রাইসিস' শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ। প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সহকারী অধ্যাপক ডা. ফজলে রাব্বি চৌধুরী এবং সহকারী অধ্যাপক ডা. মোঃ নাজমুল হাসান। মাননীয় উপাচার্য বলেন, করোনা মহামারীর এই সময়ে ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে। একই রোগী করোনা ভাইরাস এবং ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হলে ওই রোগীর জটিলতা বেশি থাকে, মৃত্যু ঝুঁকিও বেশি। এই অবস্থায় ডেঙ্গু পরিস্থিতি যাতে ভয়াবহ আকার ধারণ না করে সেজন্য জনগণকে আরো সচেতন হতে হবে এবং ডেঙ্গু জ্বরের কারণ এডিস মশার উৎপত্তি স্থলসমূহ ধ্বংস করতে হবে।

জন্মগ্রহণের পর থেকেই তৃতীয় লিঙ্গের শিশুদের চিকিৎসার আওতায় আনার নির্দেশ দিলেন মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ

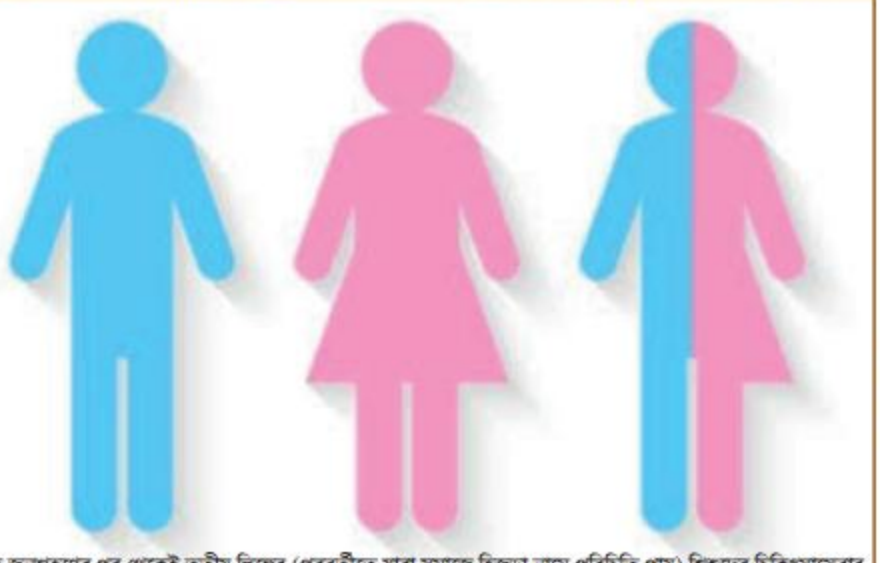

এদিকে জন্মগ্রহণের পর থেকেই তৃতীয় লিঙ্গের (পরবর্তীতে যারা সমাজে হিজড়া নামে পরিচিতি পায়) শিশুদের চিকিৎসাসেবার আওতায় আনার নির্দেশ দিয়েছেন মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ। যাতে করে এসকল শিশুদের চিকিৎসাসেবা প্রদানের মাধ্যমে একটি সুস্থ, সুন্দর ও স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে দেওয়া যায়। মাননীয় উপাচার্য মহোদয় এসকল শিশুদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের বহির্বিভাগে একটি বিশেষ ক্লিনিক চালুরও নির্দেশ দিয়েছেন। আজ ১১ আগস্ট ২০২১ইং তারিখে শিশু সার্জারি বিভাগের সাথে অনুষ্ঠিত বিভাগীয় মতবিনিময় সভায় মাননীয় উপাচার্য মহোদয় এই নির্দেশনা প্রদান করেন। গুরুত্বপূর্ণ এই সভায় শিশু সার্জারি বিভাগের সার্বিক উন্নয়নসহ চিকিৎসা শিক্ষা, চিকিৎসাসেবা ও গবেষণা কার্যক্রম আরো জোরদার করার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। গুরুত্বপূর্ণ এই সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ। এছাড়াও অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. ছয়েফ উদ্দিন আহমদ, প্রক্টর অধ্যাপক ডা. মোঃ হাবিবুর রহমান দুলাল, শিশু সার্জারি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. একেএম জাহিদ হোসেন প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

জাতীয় শোক দিবস ২০২১ উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইপনা অটিজম স্কুলের শিশুদের নিয়ে 'আর্ট ক্যাম্প' অনুষ্ঠিত

জাতীয় শোক দিবস ২০২১ ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৬তম শাহাদাৎবার্ষিকী উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্সটিটিউট অব পেডিয়াট্রিক নিউরোডিজঅর্ডার এন্ড অটিজম (ইপনা)'র আয়োজনে ইপনা অটিজম স্কুলের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে এক 'আর্ট ক্যাম্প' অনুষ্ঠিত হয়। এসব বিশেষ শিশুদের মাঝে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও চেতনা সম্পর্কে ধারণা দেয়া ছিলো এ কর্মসূচীর লক্ষ্য। আজ ১২ আগস্ট ২০২১, বৃহস্পতিবার সকাল ১০টায় অনলাইনে আরম্ভ হওয়া এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মোঃ জাহিদ হোসেন, উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ডা. একেএম মোশাররফ হোসেন, উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. ছয়েফ উদ্দিন আহমেদ, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ আতিকুর রহমান, প্রক্টর অধ্যাপক ডা. মোঃ হাবিবুর রহমান, ইপনার উপ-পরিচালক (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. গোপেন কুমার কুন্ডু, ইপনার উপ-পরিচালক (একাডেমিক) অধ্যাপক ডা. কানিজ ফাতেমা প্রমুখ। ইপনার পরিচালক ও ডীন, শিশু অনুষদ অধ্যাপক ডা. শাহীন আখতারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন ইপনা'র ট্রেনিং কো-অর্ডিনেটর ডা. মাজহারুল মান্নান।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ মহোদয় ১৫ই আগস্ট শাহাদাৎবরণকারী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব এবং তাঁর পরিবারের সদস্যদের রুহের মাগফেরাত কামনা করেন এবং শ্রদ্ধাভরে তাঁদের অবদানের কথা স্মরণ করেন। শিশুদের প্রতি বঙ্গবন্ধু সংবেদনশীল ছিলেন উল্লেখ্য করে তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধুর ধারাবাহিকতায় তাঁর সুযোগ্য কন্যা

বাকি অংশ পৃষ্ঠা-৪, কলাম-২

বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিবের ৯১তম জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেছেন, বঙ্গবন্ধুর জীবনে বঙ্গমাতা অবিচ্ছেদ্য অংশ। মহান মুক্তিযুদ্ধসহ বাংলাদেশের স্বাধীনতাসহ সকল আন্দোলন সংগ্রামে বঙ্গবন্ধুর সহধর্মিনী হিসেবে বঙ্গমাতার বিরাট অবদান রয়েছে। বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিবকে ছাড়া বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাস সম্পূর্ণ হতে পারে না। বঙ্গমাতা বাংলাদেশের স্বাধীনতাসহ সকল আন্দোলন সংগ্রামের ইতিহাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ। রাজনৈতিক সচেতন মহান ব্যক্তিত্ব হিসেবে বাংলাদেশে নারী জাগরণসহ নারীর ক্ষমতায়নের নেপথ্যের ভূমিকায় বঙ্গমাতার অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অতীত ইতিহাসেও বঙ্গমাতার অনন্য সাধারণ অবদান রয়েছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সহধর্মিনী বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব-এর ৯১তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে গতকাল সোমবার ৯ আগস্ট ২০২১ইং তারিখে শহীদ ডা. মিল্টন হলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় মাননীয় উপাচার্য সভাপতির বক্তব্যে একথা বলেন।

আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা বলেন, বঙ্গমাতা ফজিলাতুন নেছা মুজিবের জন্মবার্ষিকী জাতীয়ভাবে উদযাপনের মাধ্যমে নতুন প্রজন্ম বঙ্গমাতার সংগ্রামী জীবন, আত্মত্যাগ, সাহসিকতা, দেশপ্রেম, মহান মুক্তিযুদ্ধে তাঁর অপরিসীম অবদান এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের অজানা তথ্য জানতে পারবে। বঙ্গমাতার জীবন-আদর্শ চর্চার মাধ্যমে নতুন প্রজন্ম আরও বেশি দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হবে। তিনি বঙ্গমাতার জীবনাদর্শ পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা ও বঙ্গমাতার বর্ণাঢ্য ও কর্মময় জীবনের ওপর গবেষণার জোর প্রস্তাব করেন। প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা বলেন, 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে প্রতিটি পদক্ষেপ ও কার্যক্রম বাস্তবায়নে জাতির পিতার নেপথ্য শক্তি, সাহস ও বিচক্ষণ পরামর্শক ছিলেন বঙ্গমাতা। তিনি রাজনীতির সাথে জড়িত না থেকেও বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক সাফল্যে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। তিনি ছিলেন দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ, রাজনীতি সচেতন এক মহীয়সী নারী এবং বঙ্গবন্ধুর বন্ধু, দার্শনিক ও পথ প্রদর্শক। প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা বলেন, 'বঙ্গমাতা কারাগারে বঙ্গবন্ধুর জন্য খাবার নিয়ে যেতেন, আর নেতা-কর্মী ও দলের জন্য নির্দেশনা নিয়ে এসে তাদের কাছে পৌঁছে দিতেন। কর্মী ও কারাবন্দী নেতাদের পরিবারের আর্থিক সহায়তা করতেন। বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে সকল মামলা নিজেই পরিচালনা করতেন। বঙ্গমাতার সাথে ব্যক্তিগত স্মৃতি চারণ করে প্রতিমন্ত্রী ইন্দিরা বলেন, বঙ্গমাতা জাতির পিতা ও প্রধানমন্ত্রীর স্ত্রী হয়েও ছিলেন নিরহংকার, আন্তরিক, অমায়িক, অতিথিপরায়ন ও কর্মীবান্ধব একজন মমতাময়ী মা।

আলোচনা সভার প্রধান বক্তা ও বিএমএ সভাপতি ডা. মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন তার বক্তব্যে বঙ্গমাতার বর্ণাঢ্য ও গৌরবময় কর্মজীবনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন এবং বঙ্গবন্ধুকে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে বঙ্গমাতার অবদানের কথা উল্লেখ করেন।

> *বঙ্গমাতার জীবন-আদর্শ চর্চার মাধ্যমে নতুন প্রজন্ম দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হবে*
> ***মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ইন্দিরা***

> *বঙ্গমাতাকে ছাড়া বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাস সম্পূর্ণ হতে পারে না*
> ***মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ***

সভাপতির বক্তব্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ আরো বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিববুর রহমানের সুদীর্ঘ সংগ্রামী জীবনের অবিশ্বাস্য সাফল্যের নেপথ্যে রয়েছে বঙ্গবন্ধুর সহধর্মিনী বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিবের সমর্থন ও নিঃস্বার্থ সহযোগিতা। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা অর্জনসহ সকল অর্জনের নেপথ্যে বঙ্গমাতার ত্যাগ, ধৈর্য্য ও জীবন সঙ্গিনী হিসেবে বঙ্গবন্ধুকে সহযোগিতা করা ও সমর্থন দিয়ে যাওয়া বিরাট ভূমিকা রেখেছে। বঙ্গমাতার সহযোগিতার কারণেই বঙ্গবন্ধুর সাহসী সংগ্রামী জীবনে বড় বড় অর্জন সম্ভব হয়েছে। গত ৮ আগস্ট ২০২১ইং তারিখ ছিল বঙ্গমাতার ৯১তম জন্মবার্ষিকী। গত ৭ আগস্ট ২০২১ইং তারিখে বঙ্গমাতার স্মৃতিকে স্মরণে রাখা ও তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য প্রদানের নিমিত্তে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনা অনুযায়ী করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীদের জীবন রক্ষার্থে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব কোভিড ফিল্ড হাসপাতাল চালু করা হয়েছে। মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ তাঁর বক্তব্যে বঙ্গমাতার আদর্শকে ধারণ করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত প্রত্যেকে নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য নিষ্ঠা ও সততার সাথে পালন করার আহ্বান জানান। উল্লেখ্য, বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব ১৯৩০ সালের ৮ আগস্ট গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জেলায় জন্মগ্রহণ করেন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৬তম শাহাদাত বার্ষিকীতে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

বঙ্গবন্ধুর যে সমস্ত খুনীদের ফাঁসি হয়নি তাদেরকে অবিলম্বে দেশে ফিরিয়ে এনে ফাঁসি কার্যকর করতে হবে: মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ

সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব ওবায়দুল কাদের, এমপি বলেছেন, ১৫ই আগস্টের হত্যাকান্ড পৃথিবীর ইতিহাসের সবচাইতে নৃশংসতম রাজনৈতিক হত্যাকান্ড। অথচ এই হত্যাকান্ডের দিন বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া কেক কেটে বা অন্য কোনো না কোনোভাবে জন্মদিন পালন করেন। এটা জাতির সাথে নির্মম তামাশা। ১৯৯৫ সাল থেকে তিনি ১৫ই আগস্ট জাতীয় শোক দিবসের দিন জন্মদিন পালন করে আসছেন। তার এসএসসির সার্টিফিকেটে জন্ম তারিখ ১৯৪৫ সালের ৯ আগস্ট। আবার সর্বশেষ করোনা ভাইরাস সনাক্তকরণ রিপোর্টে তার জন্মদিনের তারিখ ৮ই মে ১৯৪৬। প্রশ্ন হলো একজন মানুষের কয়টা জন্মদিন হতে পারে? ৬টি জন্মদিন হয় কিভাবে? মাননীয় সেতুমন্ত্রী বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে বাংলাদেশ করোনা ভাইরাস জনিত মহামারীকে সফলভাবে মোকাবিলা করে যাচ্ছে। চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মী সম্মুখ সারির যোদ্ধা হিসেবে নিরন্তর লড়ে যাচ্ছেন। দুই শতাধিক চিকিৎসক প্রাণ দিয়েছেন। কিন্তু ষড়যন্ত্রকারীরা সবকিছুতে ইস্যু খুঁজে বেড়ায়। গণটিকা কার্যক্রম নিয়েও অপপ্রচার চালাচ্ছে। কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উদ্যোগে টিকা কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে। বর্তমানে টিকার কোনো সংকট নাই, ভবিষ্যতেও টিকার কোনো সংকট হবে না। আজ ১৪ আগস্ট ২০২১ইং তারিখ শনিবার সকাল ১০টায় ৩০ মিনিটে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ ডা. মিল্টন হলে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৬তম শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস ২০২১ এর কর্মসূচীর অংশ হিসেবে অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাননীয় মন্ত্রী একথা বলেন।

আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথির বক্তব্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব জাহিদ মালেক, এমপি বলেন, করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় সরকার ভাইরাসটি সনাক্তকরণের পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যবস্থা, টিকাদান কার্যক্রম বাস্তবায়ন ছাড়াও চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করতে নানামুখী পদক্ষেপ নিয়েছে। সরকারকে জীবন ও জীবিকার কথা বিবেচনায় রেখেই করোনা ভাইরাসকে মোকাবিলা করতে হচ্ছে। বর্তমানে সংক্রমণ ও মৃত্যু হার বৃদ্ধি পাওয়ায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব কনভেনশন হলে কোভিড ফিল্ড হাসপাতাল চালু করা হয়েছে। করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে টিকাদান কার্যক্রম আরো জোরদার করা হবে।

আলোচনা সভায় সভাপতির বক্তব্যে মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ ১৫ই আগস্টের সকল শহীদদের রুহের মাগফেরাত কামনা করেন এবং দ্রুততম সময়ের মধ্যে বঙ্গবন্ধুর যে সমস্ত খুনীদের এখনও ফাঁসি দেওয়া যায়নি তাদেরকে অবিলম্বে দেশে ফিরিয়ে এনে ফাঁসি কার্যকর করার জোর দাবী জানিয়ে বলেন, জাতীয় শোককে শক্তিতে রূপান্তরিত করে বাংলার দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে এবং কাঙ্ক্ষিত অর্থনৈতিক মুক্তি এনে দিতে পারলেই জাতির পিতার বিদেহী আত্মা শান্তি পাবে। আর এ লক্ষ্যেই দিনরাত কাজ করে যাচ্ছেন মানবতার জননী বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তুলতে বিরামহীন নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছেন মানবতার মাতা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ১৭ কোটি মানুষ বিশ্বনেত্রী শেখ হাসিনার সকল কর্মকান্ডে সহযোগীতা করবেন আজকের সময়ে এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গবন্ধুর পূণ্য স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রর্দশনের নিমিত্তে জাতীয় শোক দিবসে স্বেচ্ছায় রক্তদান বিনামূল্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষাসহ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসাসেবা প্রদান

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেছেন, বঙ্গবন্ধুর রক্তের ঋণ আমরা কোনো দিন শোধ করতে পারবো না, তবে স্বেচ্ছায় রক্তদানের মাধ্যমে অপরের জীবন বাঁচাতে সাহায্য করতে পারলে বঙ্গবন্ধুর আত্মাকে শান্তি দেওয়া সম্ভব। জাতীয় শোককে শক্তিতে পরিণত করে নিজ নিজ কর্মস্থলে বেশি কাজ করার মাধ্যমে মানুষকে আরো বেশি সেবা প্রদান করতে হবে। তিনি আরো বলেন, পাকিস্তানী কুচক্রীমহলসহ দেশের স্বাধীনতা বিরোধী অপশক্তির বিষয়ে আমাদেরকে সর্বদাই সতর্ক থাকতে হবে, এ বিষয়ে জনগণকে আরো সচেতন করতে হবে এবং বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতকে শক্তিশালী করতে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করে যেতে হবে। বঙ্গবন্ধুর পূণ্য স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রর্দশনের নিমিত্তে আজ ১৫ আগস্ট ২০২১ইং তারিখ রবিবার জাতীয় শোক দিবস ২০২১ এর কর্মসূচীর অংশ হিসেবে সকাল ৮টা ৩৫ মিনিটে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-ব্লকে স্থাপিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর ম্যুরালে পুস্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন শেষে মাননীয় উপাচার্য মহোদয় একথা বলেন। এর আগে সকাল ৮টা ৩০ মিনিটে বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-ব্লকের সামনে গোলচত্বরে জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও অর্ধনমিত করা হয় এবং কালো পাতাকা উত্তোলন করা হয়। জাতীয় শোক দিবসে সকলে কালোব্যাচ ধারণ করেন। সকাল ৯টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের হাসপাতালের বহির্বিভাগে বিনামূল্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা সহ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসাসেবা প্রদানের মহতী কর্মসূচীর উদ্বোধন করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ।

সকাল ৯টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত এই চিকিৎসাসেবা প্রদান করা হয়। মোট ৪ হাজার ৫১ জন রোগীকে বিনামূল্যে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসাসেবা প্রদান করা হয়েছে। এরমধ্যে মেডিসিন অনুষদের বিভিন্ন বিভাগে ২ হাজার ৫ শত ৮ জন, সার্জারি অনুষদের বিভিন্ন বিভাগে ১ হাজার ২ শত ৫০ জন, ডেন্টাল অনুষদে বিভিন্ন বিভাগে ৮৬ জন এবং ফিভার ক্লিনিকে ২ শত ৭ জন রোগীকে বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা প্রদান করা হয়। এছাড়াও পরীক্ষা-নিরীক্ষা সেবাও বিনামূল্যে প্রদান করা হয়। এসব সেবার মধ্যে রয়েছে– ইউরিন আর/এম/ ই, সিভিসি, পিবিএফ, ইউরিন ফর সি/এস, আরবিএস, এস. ক্রিয়েটিনিন, ব্লাড গ্রুপিং, এইচবিএসএজি, এন্টি-এইচসিভিসি, এক্সরে চেস্ট (Urine for R/M/E, CBC, PBF, Urine for C/S, RBS, S. Creatinine, Blood Grouping, HBsAg, Anti-HCV, X-ray Chest (P/A view).

এদিকে সকাল ৯টা ৩০ মিনিটে শহীদ ডা. মিল্টন হলের সম্মুখে ট্রান্সফিউশন মেডিসিন বিভাগের তত্ত্বাবধানে রক্তদান ও ব্লাড গ্রুপিং কর্মসূচীর উদ্বোধন করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ। সকাল ১০টা ৩০ মিনিটে ধানমন্ডি ৩২ নম্বর রোডস্থ বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে এবং ১১টায় বনানী কবরস্থানে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিবসহ ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট শাহাদাৎবরণকারী বঙ্গবন্ধুর পরিবারের সকল সদস্যের স্মৃতির প্রতি পুস্পস্তবক অর্পণসহ ১৫ আগস্টে শাহাদাৎবরণকারী সকল শহীদের আত্মার মাগফেরাত কামনায় দোয়া-মোনাজাত করা হয়।

বঙ্গবন্ধুর রক্তের ঋণ কখনো শোধ হবে না, তবে রক্তদান করলে বঙ্গবন্ধুর আত্মা শান্তি পাবে
মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ হিসেবে দ্বিতীয় মেয়াদে নিয়োগ পেলেন অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ আতিকুর রহমান

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ হিসেবে দ্বিতীয় মেয়াদে নিয়োগ পেয়েছেন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান কোষাধ্যক্ষ ও বক্ষব্যাধি (রেসপিরেটরি মেডিসিন) বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ আতিকুর রহমান। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও এই বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় চ্যান্সেলর জনাব মোঃ আবদুল হামিদ তাঁকে আগামী ৩ বছরের জন্য নিয়োগ প্রদান করেছেন। গত ১লা সেপ্টেম্বর ২০১৮ইং তারিখ থেকে এই নিয়োগ আদেশ কার্যকর হয়েছে। গতকাল রবিবার ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৮ইং তারিখে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব জনাব শাহ আলম মুকুল স্বাক্ষরিত এক প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানা যায়।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে 'কারিকুলাম ডেভেলপমেন্ট অব ডেন্টাল বেসিক এন্ড প্যারাক্লিনিক্যাল সাইন্সেস' বিষয়ক কর্মশালার উদ্বোধন

ডেন্টিস্ট্রি অনুষদের দন্ত বিভাগ সমূহের উচ্চতর শিক্ষা, চিকিৎসা, গবেষণাসহ সার্বিক উন্নয়ন বিষয়ক কর্মশালা 'কারিকুলাম ডেভেলপমেন্ট অব ডেন্টাল বেসিক এন্ড প্যারাক্লিনিক্যাল সাইন্সেস' আজ ২৩ আগস্ট ২০২১ইং তারিখ সকালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের এ ব্লক অডিটরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়। এর মাধ্যমে দন্ত রোগের চিকিৎসা, উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হলো। ফলে দন্ত চিকিৎসকদের দীর্ঘদিনের চাওয়া পুরণ হওয়ার সাথে সাথে দন্তরোগের উচ্চতর শিক্ষা ও চিকিৎসাসেবার ক্ষেত্রে বিশ্বমানের শিক্ষা ও সেবা প্রদান করা সম্ভব হবে।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, 'কারিকুলাম ডেভেলপমেন্ট অব ডেন্টাল বেসিক এন্ড প্যারাক্লিনিক্যাল সাইন্সেস' বিষয়টি ২৪ বছর আগে বাস্তবায়ন হওয়া উচিত ছিল। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান প্রশাসন উচ্চতর চিকিৎসা শিক্ষা, বিশ্বমানের চিকিৎসাসেবা ও গবেষণা নিশ্চিত করতে নানাবিধ উদ্যোগ নিয়েছে। প্রতিটি বিভাগে পিএইচডি ডিগ্রী চালুর উদ্যোগ নিয়েছে। প্রফেসর এমিরেটাস ও ভালো থিসিসের জন্য মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর এওয়ার্ড চালুর উদ্যোগ নিয়েছে। প্রতিটি বিভাগের কারিকুলাম ডেভেলপমেন্টের জন্য বিভাগীয় প্রধান চেয়ারম্যানবৃন্দকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান প্রশাসন সাধারণ চিকিৎসাসেবা ও শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা সংক্রান্ত কার্যক্রম অব্যাহত রাখার পাশাপাশি করোনা ইউনিটের আইসিইউ ও সাধারণ শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধি করেছে, ৩৫৭ শয্যার বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব কোভিড ফিল্ড হাসপাতাল চালু করেছে। এছাড়াও ভ্যাকসিনেশন কার্যক্রম ও করোনা সনাক্তকরণ টেস্ট কার্যক্রম চালু রেখেছে।

গুরুত্বপূর্ণ এই কর্মশালায় দেশের বিশিষ্ট দন্ত চিকিৎসকগণ সরাসরি এবং ভারত, মালয়েশিয়াসহ বিভিন্ন দেশের দন্ত রোগ বিশেষজ্ঞগণ ভারচুয়ালি অংশগ্রহণ করেন এবং এই কর্মশালার সভাপতি অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ আলী আসগর মোড়ল ২৩ আগস্টকে 'কারিকুলাম ডেভেলপমেন্ট অব ডেন্টাল বেসিক এন্ড প্যারাক্লিনিক্যাল সাইন্সেস' দিবস ঘোষণা করেন।

বাংলাদেশের রাজনীতিতে অগ্রগতি ও প্রগতি ধারাকে নেতৃত্বশুন্য করতেই ২১ আগস্টের হামলা: মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক ড. হাসান মাহমুদ, এমপি বলেছেন, মোস্তাক -জিয়া বাংলাদেশে হত্যার রাজনীতি শুরু করেছে। বেগম জিয়া ও তার পুত্র তারেক রহমান সেই ধারা অব্যাহত রেখেছে। বাংলাদেশের উন্নয়নের রাজনীতির প্রধান অন্তরায় হলো এই প্রতিহিংসা পরায়ণ হত্যার রাজনীতি। ২১ আগস্টের গ্রেনেড হামলায় বেগম জিয়া ও তার পুত্র তারেক রহমানের মদদ ছিল। বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনাকে হত্যাই ছিল এই হামলার প্রধান উদ্দেশ্য। বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক পরিবেশ বজায় রাখা ও উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে হত্যার সাথে জড়িতদের রাজনীতি চিরতরে বন্ধ করতে হবে। সাথে সাথে হত্যার রাজনীতিও চিরদিনের জন্য বিদায় দিতে হবে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে আজ শনিবার ২১ আগস্ট ২০২১ইং তারিখ দুপুর ১২টায় অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ ডা. মিল্টন হলে ২০০৪ সালের ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলায় নিহতদের স্মরণে ও আহতদের স্বাস্থ্যসেবা সুরক্ষার বিষয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী এ কথা বলেন।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ও ২১ আগস্ট বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় সংগঠন এর সম্মানিত সভাপতি অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, দিনের আলোতে ২১ আগস্ট যে ধরণের নৃশংসতম হত্যাকান্ড সংগঠিত হয়েছে, পৃথিবীতে এ ধরণের হামলা আর সংগঠিত হয়েছে কিনা তা অজানা। ষড়যন্ত্রকারী ও বিশ্বাস ঘাতকদের বিষয়ে সবসময়ই সতর্ক থাকতে হবে। প্রয়াত রাষ্ট্রপতি মোঃ জিল্লুর রহমান ২১ আগস্টের বিচার দেখে যেতে না পারায় বিভিন্ন সময় আক্ষেপ করেছেন। এ ধরণের নিষ্ঠুরতম হামলা ও হত্যাকান্ডের পুনরাবৃত্তি রোধে রায় অবশ্যই কার্যকর করতে হবে।

সভাপতির বক্তব্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেছেন, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের কালো রাতে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারের হত্যা করার পর বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের অন্যতম কালো অধ্যায় রচিত হয়েছিল ২০০৪ সালের ২১ আগস্ট। বাংলাদেশের রাজনীতিতে অগ্রগতি ও প্রগতি ধারাকে নেতৃত্বশুন্য করাই ছিল এই হামলার প্রধান লক্ষ্য। সে কারণেই বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনাসহ আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দকে হত্যার উদ্দেশ্যে এই হামলা চালানো হয়। ২১ আগস্টের হামলা রাজনৈতিক প্রতিহিংসা বশত ঘটনা। রাজনীতি ভয়াবহভাবে দুর্বৃত্তায়িত হলেই এটি সম্ভব। এরূপ ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে ন্যায় বিচারের পাশাপাশি রাজনৈতিক নেতাদেরও সজাগ হওয়া প্রয়োজন। আইনগত ব্যবস্থা ছাড়াও দলের ভিতর থেকে প্রতিহিংসার উপাদান দূর করতে হবে। গণতন্ত্রের স্বার্থেই রাজনীতি থেকে দূর করতে হবে অপশক্তি ও অপচিন্তা। ১৯৭৫ এ বঙ্গবন্ধুসহ তাঁর পরিবারের সবাইকে হত্যাকারীরা তখন দেশে না থাকা বঙ্গবন্ধুর দুই কন্যা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানাকে হত্যা করতে চেয়েও পারেনি। তাই তখনকার খুনী চক্রের উত্তরসুরীরা ২০০৪ এ একুশে আগস্টে ঐ হত্যাকান্ড ঘটিয়ে বাংলাদেশকে আবার পাকিস্তানের সাথে কনফেডারেশনের চক্রান্ত করে। এই ঘৃন্য হত্যাকারীদের অবিলম্বে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি বিধান করে ভবিষ্যতে এধরণের হত্যাকান্ডের পুনরাবৃত্তি রোধ করতে হবে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে মিডিয়া সেলের শুভ উদ্বোধন

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ স্যার আজ ২৬ আগস্ট ২০২১ইং তারিখে বি ব্লকের দ্বিতীয় তলার ১৪৪নং কক্ষে মিডিয়া সেলের শুভ উদ্বোধন করেন। এসময় মাননীয় উপাচার্য বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসাসেবা, শিক্ষা ও গবেষণা বিষয়ক সংবাদ মানুষকে আরো বেশি করে জানাতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বল ভাবমূর্তি আরো সুদৃঢ় করতে এবং দেশ-বিদেশে জাতির পিতার নামে প্রতিষ্ঠিত এই মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম ছড়িয়ে দিতে প্রচার-প্রচারণা কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে মিডিয়া সেল চালু করা হ'ল। এর মাধ্যমে সাংবাদিকদের সাথে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সম্পর্ক আরো জোরদার হবে এবং এই বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্যপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে সাংবাদিকদের পেশাগত দায়িত্ব পালনে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম এর স্মৃতিধন্য কক্ষ কেবিন ১১৭ এর শুভ উদ্বোধন

শোষিত বঞ্চিত নিপীড়িত জনতার কবি, অসাম্প্রদায়িক চেতনায় বিশ্বাসী, বিশ্ব মানবতার কবি বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম এর স্মৃতিধন্য কক্ষ আজ শুক্রবার ১২ই ভাদ্র ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, ২৭ আগস্ট ২০২১ইং তারিখে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান বি ব্লকের দ্বিতীয় তলায় কেবিন ১১৭ এর শুভ উদ্বোধন করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ। ঐতিহাসিক এই উদ্বোধন শেষে অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ ডা. মিল্টন হলে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম এর ৪৫তম মৃত্যুবার্ষিকীতে এক মহতী আলোচনার আয়োজন করা হয়।

এর আগে সকাল সাড়ে ১০টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মসজিদ সংলগ্ন কবির সমাধিতে পুস্পস্তবক অর্পণ করেন মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ। এসময় সেখানে অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মোঃ জাহিদ হোসেন, উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ডা. এ কে এম মোশাররফ হোসেন, উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. ছয়েফ উদ্দিন আহমদ, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ আতিকুর রহমান, প্রক্টর অধ্যাপক ডা. মোঃ হাবিবুর রহমান দুলাল প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ, এমপি বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান প্রশাসন জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত যে কেবিনে চিকিৎসাধীন ছিলেন বিদ্রোহী কবির স্মৃতিধন্য সেই ঐতিহাসিক ১১৭ নম্বর কেবিন সংরক্ষণের উদ্যোগ নিয়েছে এটা একটি আসাধারণ উদ্যোগ এবং আগামী দিনে নতুন প্রজন্মের জন্য আমাদের জাতীয় কবিকে জানতে ও জাতীয় কবির স্মৃতি সংরক্ষণে এই উদ্যোগ উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।

বাকি অংশ পৃষ্ঠা-৪, কলাম-২

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে
করোনা ভাইরাসের এন্টিবডি পরীক্ষার মেশিন ও কর্ণারের শুভ উদ্বোধন

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের হেমাটোলজী বিভাগে করোনা ভাইরাসের এন্টিবডি পরীক্ষার মেশিন ও কর্ণারের শুভ উদ্বোধন করেন অত্র মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ। একই সাথে মাননীয় উপাচার্য মহোদয় ক্যান্সার চিকিৎসার সফলতার মাত্রা নির্ণয়ক ফ্লো সাইটোমেট্রি মেশিনেরও শুভ উদ্বোধন করেন। এছাড়াও উদ্বোধন করা হয় এ্যাসিসটেন্ট প্রফেসরস রুম। পরে এ উপলক্ষে আজ রবিবার ২৯ আগস্ট ২০২১ইং তারিখে হেমাটোলজী বিভাগের ক্লাস রুমে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

এতে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ছিল দেশের রোগীদের যেনো বিদেশে যেতে না হয়, রোগীরা যেনো দেশেই চিকিৎসাসেবা পান তা নিশ্চিত করা। বঙ্গবন্ধু ও তাঁর কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রত্যাশা অনুযায়ী এই বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসাসেবা কার্যক্রম আরো উন্নত করা সহ সার্বিক বিষয়ের উন্নয়ন করা হবে। এন্টিবডি পরীক্ষার বিষয়ে মাননীয় উপাচার্য বলেন, করোনা ভাইরাসের বিভিন্ন ধরণের ভ্যাকসিনের কার্যকারিতা নির্ণয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে গবেষণা কার্যক্রম চলমান থাকবে। দ্বিতীয় ডোজ নেওয়ার পরেও পরবর্তীতে বুস্টার ডোজ নিতে হবে কিনা সে বিষয়ে গবেষণা কার্যক্রম শুরু হয়েছে। মাননীয় উপাচার্য আরো বলেন, ক্যান্সার চিকিৎসার সফলতার মাত্রা নির্ণয়ক ফ্লো সাইটোমেট্রি মেশিন আজকে উদ্বোধন করা হলো। ব্লাড ক্যান্সার সহ বিভিন্ন রোগের সর্বাধুনিক চিকিৎসার জন্য হেমাটোলজী বিভাগে স্টেম সেল ট্রান্সপ্ল্যান্টেশন চালুর প্রাথমিক কার্যক্রম ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে এবং খুব শীঘ্রই পূর্ণাঙ্গভাবে স্টেম সেল ট্রান্সপ্ল্যান্টেশন চালু করা হবে।

সভাপতির বক্তব্যে হেমাটোলজী বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. মোঃ সালাহউদ্দিন শাহ উক্ত বিভাগে হেমাটোপয়েটিক স্টেম সেল ট্রান্সপ্লান্টেশন শুরু, ক্যান্সার রোগীদের চিকিৎসার জন্য বেড বৃদ্ধি ও বিশ্বমানের ওয়ার্ড তৈরি, হেমাটোলজী ল্যাবের আন্তর্জাতিক এক্রেডিটেশন অর্জন এবং শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রমকে গতিশীল করার ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান প্রশাসনের চলমান সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের হেমাটোলজী বিভাগকে বিশ্বমানের হেমাটোলজী চিকিৎসাকেন্দ্রে পরিণত করতে এবং এই বিশ্ববিদ্যালয়কে সেন্টার অফ এক্সিলেন্সে পরিণত করতে বিভাগের এই নতুন সংযোজনগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

অনুষ্ঠানে জানানো হয়, কোভিড অতিমারী মোকাবিলায় দেশে চলমান ভ্যাক্সিনেশন কর্মসূচীতে প্রয়োগিত টিকার ফলে মানবদেহে সৃষ্ট এন্টিবডি নির্ণয় টিকার কার্যকারিতা নির্দেশ করে। হেমাটোলজী বিভাগে স্থাপিত এবোট আর্কিটেক্ট আই১০০০এসআর (Abbott Architect i1000 SR) কোভিড-১৯ এর বিরুদ্ধে তৈরি এন্টিবডি পরিমাপের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের এফডিএ এর জরুরি ব্যবহার অনুমোদনপ্রাপ্ত মেশিন। এর মাধ্যমে কোভিড এন্টিবডি পরিমাপের মাধ্যমে ভ্যাক্সিন সংক্রান্ত গবেষণা করা সম্ভব হচ্ছে। এর পাশাপাশি হেপাটাইটিস সংক্রান্ত এন্টিবডি এবং বিভিন্ন বায়োকেমিক্যাল পরীক্ষা করা সম্ভব হবে।

অনুষ্ঠানে ফ্লো সাইটোমেট্রি মেশিন সম্পর্কে বলা হয়, রক্তের ক্যান্সার সহ রক্তের অন্যান্য রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ফ্লো সাইটোমেট্রি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। রক্তের ক্যান্সার চিকিৎসার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধাপে চিকিৎসার সফলতার মাত্রা ফ্লো সাইটোমেট্রি পরীক্ষার মাধ্যমে নির্ণয় করা যায় এবং চিকিৎসার পরবর্তী ধাপ নির্ধারণ করা যায়। হেমাটোপয়েটিক স্টেম সেল ট্রান্সপ্লান্টেশন এর ক্ষেত্রে স্টেম সেল প্রয়োগের পূর্বে স্টেম সেল গণণার জন্য ফ্লো সাইটোমেট্রি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। হেমাটোপয়েটিক স্টেম সেল ট্রান্সপ্লান্টেশন শুরু করার প্রক্রিয়ায় এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

‘বঙ্গবন্ধুর স্বাস্থ্য ভাবনা’ ও ‘বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ প্রতিটি বাক্যের তাৎপর্যপূর্ণ বিশ্লেষণ’ শীর্ষক বইয়ের মোড়ক উন্মোচন এবং জাতীয় শোক দিবস ২০২১ ও মুজিববর্ষ উপলক্ষে সবুজায়ন ও বৃক্ষরোপন কর্মসূচীর উদ্বোধন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেছেন, ঐতিহাসিক ৬ দফার মাধ্যমেই বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ থেকে পাকিস্তানকে বিদায় দিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু বিশ্বের এমন এক মহান নেতা ছিলেন যিনি বিরোধী দলীয় নেতা হয়েও দেশ পরিচালনা করেছেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার অল্প কিছু দিনের মধ্যেই বঙ্গবন্ধু ভারতীয় সৈন্যদের তাদের দেশে ফেরত পাঠাতে সক্ষম হয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, বঙ্গবন্ধু জন্ম না হলে বাংলাদেশ স্বাধীন হতো না। মাননীয় উপাচার্য তাঁর বক্তব্যে বলেন, বঙ্গবন্ধুর হাতেই যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ পুনর্গঠিত হয়েছিল। তাঁর কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরে বাংলাদেশ আজ বিশ্ব দরবারে উন্নয়নের রোল মডেলে পরিণত হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশে মাথাপিছু আয় ২২২৭ ডলারে উন্নীত হয়েছে।

মাননীয় উপাচার্য তাঁর বক্তব্যে দেশ ও বর্তমান সরকারের বিরুদ্ধে সকল ষড়যন্ত্র রুখে দিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার হাতকে শক্তিশালী করার আহবান জানিয়ে বঙ্গবন্ধুর হত্যাকান্ডের সাথে জড়িত সকল খুনির অবিলম্বে ফাঁসি কার্যকর করার জোর দাবী জানান। আজ মঙ্গলবার ৩১ই আগস্ট ২০২১ইং তারিখে শহীদ ডা. মিল্টন হলে অধ্যাপক ডা. হারিসুল হক রচিত ‘বঙ্গবন্ধুর স্বাস্থ্য ভাবনা’ ও সহযোগী অধ্যাপক ডা. মোজাম্মেল হোসেন রতন রচিত ‘বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ প্রতিটি বাক্যের তাৎপর্যপূর্ণ বিশ্লেষণ’ শীর্ষক দুইটি বইয়ের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে প্রধান অতিথির বক্তব্যে একথা বলেন। অনুষ্ঠানে জাতীয় শোক দিবস ২০২১ ও মুজিববর্ষ উপলক্ষে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে রচনা ও কবিতা প্রতিযোগীতায় অংশগ্রহণকারী বিজয়ী শিক্ষক, চিকিৎসক ও কর্মকর্তাদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। এসময় ইউনিভার্সিটি অব গ্লোবাল ভিলেজ এর মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. জাহাঙ্গীর আলম, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যায়ের সম্মানিত উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মোঃ জাহিদ হোসেন, উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ডা. একেএম মোশ হোসেন, উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. ছয়েফ উদ্দিন আহমদ, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ আতিকুর রহমান, ডেন্টাল অনুষদের ডিন অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ আলী আসগর মোড়ল, মেডিসিন অনুষদের ডিন অধ্যাপক ডা. মাসুদা বেগম, প্রক্টর অধ্যাপক ডা. মোঃ হাবিবুর রহমান দুলাল, রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ডা. এবিএম আব্দুল হান্নান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

এদিকে আজ ৩১শে আগস্ট মঙ্গলবার মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ প্রধান অতিথি হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি প্রাঙ্গণে বাংলাদেশ আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগ আয়োজিত বঙ্গবন্ধুর সবুজায়ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ফলজ, বনজ ও ঔষধি চারা রোপণের মাধ্যমে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচীর শুভ উদ্বোধন করেন। মহতী এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি নির্মল রঞ্জন গুহ। এসময় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ আতিকুর রহমান, উপ-রেজিস্ট্রার ডা. শেখ আব্দুল্লাহ আল-মামুন, আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাধারণ সম্পাদক একেএম আফজালুর রহমান বাবু প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

এদিকে আজ মঙ্গলবার মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ প্রধান অতিথি হিসেবে শাহবাগ মোড়ে জাতীয় শোক দিবস ২০২১ উপলক্ষে স্বাধীনতা ফিজিওথেরাপিস্ট পরিষদ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায়, দোয়া-মিলাদ মাহফিল ও দুঃস্থদের মাঝে তবারক বিতরণ অনুষ্ঠানে অংশ নেন। আলোচনা সভায় প্রধান বক্তা ছিলেন ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আলহাজ মোঃ হুমায়ুন কবির। সভাপতিত্ব করেন স্বাধীনতা ফিজিওথেরাপিস্ট পরিষদের সভাপতি আলী ইমাম কাউসার।

“বঙ্গবন্ধুর জন্ম না হলে বাংলাদেশ হতো না”
মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে
কোভিড-১৯ এর জেনোম সিকোয়েন্সিং গবেষণার ফলাফল প্রকাশ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও প্রযুক্তি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা জনাব সজীব ওয়াজেদ জয়ের কারণে বাংলাদেশে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে করোনা মোকাবিলা সহজতর হয়েছে। আজকের এই গবেষণার মাধ্যমে এটাই প্রমাণিত হয়েছে ডেল্টা ভ্যারিয়েন্ট অতিসংক্রমণজনিত ভাইরাস। বাঁচতে হলে গণটিকাদান কার্যক্রম ও গণমাস্ক ব্যবহারের কর্মসূচী বাস্তবায়ন করতে হবে।

মাননীয় উপাচার্য বলেন, মোট ৩ হাজার রোগীর স্যাম্পল সিকোয়েন্সিং বিশ্লেষণ করে বৈশ্বিক নেটওয়ার্ক তৈরি করা সম্ভব হবে। করোনা অনেক ক্ষেত্রে বহমান জীবন-যাপনের বাধা তৈরি করলেও জীবন থেমে নেই। অন্যান্য জেনেটিক রোগসমূহের উপর গবেষণা কার্যক্রম অবিলম্বে শুরু করা হবে। এ বিষয়ে বাংলাদেশের নিজস্ব ডাটা তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। কোভিড-১৯ এর জেনোম সিকোয়েন্সিং গবেষণার উদ্দেশ্য কোভিড-১৯ এর জেনোমের চরিত্র উন্মোচন, মিউটেশন এর ধরণ এবং বৈশ্বিক কোভিড-১৯ ভাইরাসের জেনোমের সাথে এর আন্তঃসম্পর্ক বের করা এবং বাংলাদেশী কোভিড-১৯ জেনোম ডাটাবেস তৈরি করা। আজকের এই রিপোর্ট বিএসএমএমইউ-এর চলমান গবেষণার প্রথম মাসের ফলাফল, আশা করি, পরবর্তী মাসগুলোতে চলমান হালনাগাদকৃত ফলাফল জানানো সম্ভব হবে। মাননীয় উপাচার্য আরো বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে করোনা ভাইরাসের জেনোম সিকোয়েন্সিং, টিকা গ্রহীতাদের এন্টিবডিসহ করোনা ভাইরাস সংশ্লিষ্ট সকল ধরণের আন্তর্জাতিকমানের গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে।

চলমান এই গবেষণার প্রধান গবেষকের দায়িত্বে রয়েছেন এনাটমি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. লায়লা আনজুমান বানু, সহযোগী গবেষকের দায়িত্বে রয়েছেন উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ডা. একেএম মোশাররফ হোসেন ও ফার্মাকোলজি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. মোঃ সায়েদুর রহমান।

ইপনা অটিজম স্কুলের শিশুদের নিয়ে ‘আর্ট ক্যাম্প’ অনুষ্ঠিত

দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনাও শিশুদের প্রতি যত্নশীল বিশেষ করে সকল প্রতিবন্ধী ও বিশেষ শিশুদের প্রতি আরো বেশি স্নেহপরায়ণ ও যত্নশীল। শুধু তাই নয়, বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য দৌহিত্রী সায়মা ওয়াজেদ হোসেন অটিজম ও স্নায়ুবিকাশ জনিত সমস্যায় আক্রান্ত শিশুদের বিষয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অবদান রেখে চলেছেন। তিনি ইপনা প্রতিষ্ঠায়ও তার গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করেন। সভাপতির বক্তব্যে ইপনা'র পরিচালক অধ্যাপক ডা. শাহীন আকতার বলেন, জাতীয় শোক দিবসে শ্লোগান হউক 'শোক থেকে শক্তি, শক্তি থেকে জাগরণ'। তিনি বিশেষ শিশুদের মাঝেও এ শক্তির জাগরণ ঘটুক এবং তারাও জাতীয় উন্নয়নের অংশীদার হোক - এ কামনা ব্যক্ত করেন।

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম এর স্মৃতিধন্য কক্ষ কেবিন ১১৭ এর শুভ উদ্বোধন

তৃতীয় পৃষ্ঠার পর

সভাপতির বক্তব্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, সঙ্কট মোচনে, অন্যায় ও অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে চিরকাল প্রেরণা দিবে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম এর আদর্শ। বর্তমান সময়েও যেকোনো অশুভ তৎপরতার বিষয়ে আমাদেরকে সতর্ক থেকে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও জাতীয় কবির আদর্শকে ধারণ করে বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতকে শক্তিশালী করতে কাজ করে যেতে হবে।

মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, ১৯৭৫ সালের ২২ জুলাই চিকিৎসকদের পরামর্শে বঙ্গবন্ধু ‘কবিভবন’ থেকে কবিকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় (তৎকালীন আই পিজি এম আর)-এর ১১৭ নম্বর কেবিনে স্থানান্তর করেন। ১ বছর ১ মাস ৮ দিন এ কেবিনে চিকিৎসক ও নার্সদের নিবিড় যত্ন ও সেবা দেওয়া হয় মানবতার এই কবিকে। বিভিন্ন সময়ে কবির চিকিৎসায় যুক্ত ছিলেন স্বাস্থ্য বিভাগের তৎকালীন মহাপরিচালক ডা. মেজর এ চৌধুরী, পরবর্তী সময়ে জাতীয় অধ্যাপক ডা. নুরুল ইসলাম, ডা. নাজিমুদ্দৌলা, ডা. আশিকুর রহমান খান প্রমুখ। বঙ্গবন্ধুর অনুমতি নিয়ে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা দেন ডা. বায়েজিদ খান। কবির সার্বক্ষণিক সেবা প্রদানে যুক্ত ছিলেন সেবিকা শামসুন্নাহার ও সেবক ওয়াহিদুল্লাহ ভুঁইয়া। এই ১১৭ নম্বর কেবিনেই বাঙালির পরমপ্রিয় কবির জীবনাবসান ঘটে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদের পাশে শান্ত, সবুজ পরিবেশে সমাহিত করা হয়েছে তাঁকে। সব সুর থেমে যায়; কিন্তু আজও মধুর বাঁশারী বাজে। তিনি আছেন আমাদের চেতনায়, অন্তরের অন্তঃস্থলে এবং থাকবেনও চিরকাল। জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বাংলাদেশ ও বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রবাদপুরুষ। শোষিতের পক্ষে আর শোষকদের বিরুদ্ধে আজন্ম বিদ্রোহী কবি জীবন-সায়াহ্নে এসে এই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। অমর কবির মৃত্যু নেই-কোটি বাঙালির কণ্ঠে তিনি চিরকাল বেঁচে থাকবেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়-এর ১১৭ নম্বর কেবিনটি বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের শেষ বিদায়ের স্মৃতিধন্য, বাঙালির তীর্থস্থান এবং এই কেবিনটি জাতীয় কবির স্মৃতিধন্য জাদুঘর হিসেবে উন্মুক্ত থাকবে।

মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ এর শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

অপর্ণের মাধ্যমে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করা হয়। এসময় উপস্থিত ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মোঃ জাহিদ হোসেন, উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ডা. একেএম মোশাররফ হোসেন, উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. ছয়েফ উদ্দিন আহমেদ, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ আতিকুর রহমান, ডেন্টাল অনুষদের ডিন অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ আলী আসগর মোড়ল, নার্সিং অনুষদের ডিন অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ হোসেন, প্রক্টর অধ্যাপক ডা. মোঃ হাবিবুর রহমান দুলাল, রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ডা. এবিএম আব্দুল হান্নান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জ্যেষ্ঠপুত্র ক্রীড়া সংগঠক, মুক্তিযোদ্ধা, শহীদ শেখ কামাল ১৯৪৯ সালের ৫ আগস্ট গোপালগঞ্জের টুঙ্গীপড়ায় জন্মগ্রহণ করেন এবং মাত্র ২৬ বছর বয়সে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারী স্বাধীনতাবিরোধী অপশক্তি ঘৃণ্য শত্রুদের নিষ্ঠুর বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়ে তিনিও শাহাদাতবরণ করেন। তিনি বাংলাদেশ ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সংসদের সদস্য ছিলেন। ৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান ও ৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধে তিনি গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা পালন করেন। তিনি স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম ওয়ার কোর্সে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়ে মুক্তি বাহিনীতে কমিশনড লাভ করেন ও মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি জেনারেল এম এ জি ওসমানির এডিসি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। অভিনয় শিল্পী হিসেবেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যাঙ্গণে ছিলেন সুপ্রতিষ্ঠিত। শৈশব থেকেই ফুটবল, ক্রিকেট, হকি, বাস্কেটবলসহ বিভিন্ন খেলাধুলায় তাঁর ছিল প্রচন্ড ভালোবাসা, আগ্রহ ও উৎসাহ। বহুমাত্রিক গুণের অধিকারী তারুণ্যের উজ্জ্বল প্রতীক শহীদ শেখ কামাল ছিলেন এই উপমহাদেশের অন্যতম সেরা ক্রীড়া সংগঠন, বাংলাদেশে আধুনিক ফুটবলের প্রবর্তক আবাহনী ক্রীড়া চক্রের প্রতিষ্ঠাতা। শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির অঙ্গণের সাথে যুক্ত থাকতে তিনি পছন্দ করতেন। তিনি ছায়ানটের সেতার বাদন বিভাগের ছাত্র ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান থেকে বি এ অনার্স পাস করা শহীদ শেখ কামাল পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে সমাজ চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে মঞ্চনাটক আন্দোলনে প্রথমসারির সংগঠক হিসেবে দায়িত্ব পালনের সাথে সাথে বন্ধু শিল্পীদের নিয়ে গড়ে তুলেছিলেন ‘স্পন্দন শিল্পী গোষ্ঠী’ এবং ঢাকা থিয়েটারেরও অন্যতম প্রতিষ্ঠা ছিলেন শহীদ শেখ কামাল।

সম্পাদক : ডাঃ এস এম ইয়ার ই মাহাবুব, **নির্বাহী সম্পাদক :** সুব্রত বিশ্বাস, **নিউজ:** প্রশান্ত মজুমদার, **উপদেষ্টা:** অধ্যাপক ডা. হারিসুল হক, অধ্যাপক ডা. মামুন আল মাহতাব (স্বপ্নীল), **প্রকাশক :** অধ্যাপক ডা. এ বি এম আবদুল হান্নান রেজিস্ট্রার, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়, **ওয়েবসাইট:** www.bsmmu.edu.bd, **ই-মেইল:** mediacell@bsmmu.edu.bd, **মুদ্রক :** পরশ প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স, ১৯৩/এ, ফকিরাপুল, ঢাকা-১০০০